কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ-- মাননীয় বিচারপতি অমৃতা সিনহা

ডবলু. পি. এ ১৬৬৭০ এর ২০২৩

তিজেন্দ্রনাথ মাহাতো

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্যরা

রিট আবেদনকারীর জন্য	:-	শ্রী কৌস্তব বাগচি,আইনজীবী শ্রী দেবায়ন ঘোষ, আইনজীবী শ্রীমতি প্রীতি কর, আইনজীবী
রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জন্য	:-	শ্রীমতি সোনাল সিনহা, আইনজীবী শ্রী তরুণ কুমার চ্যাটার্জি, আইনজীবী শ্রী সুজিত গুপ্ত, আইনজীবী শ্রী সায়ান দত্ত, আইনজীবী শ্রী সৌমেন চ্যাটার্জি, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্য নং ৪:-		শ্রী অমল কুমার সেন, এলডি এজিপি শ্রীমতি সোহিনা সুমি, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্য নং ৬:-		শ্রী কিশোর দত্ত, বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সুমন সেনগুপ্ত, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে	:-	১৩.০৯.২০২৩
রায়	:-	১১.১০.২০২৩

বিচারপতি, অমৃতা সিনহা :-

আবেদনকারী ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি দাবি করেন যে ১১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তিনি ছয় ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। আবেদনকারী দাবি করেন যে তাকে অবহিত করা হয়েছে যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে বিজয়ী শংসাপত্র দেওয়া হবে।

১২ জুলাই, ২০২৩ তারিখের ভোরে আবেদনকারী জানতে পারেন যে ভোট পুনর্গণনা করা হয়েছে এবং তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে। আবেদনকারীর বক্তব্য হল, ফলাফল ঘোষণার পর পুনর্গণনার কোনও সুযোগ নেই এবং ব্যালট পেপার পুনর্গণনা করা উচিত হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গণনা কর্মকর্তা প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর চলে গিয়েছিলেন এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারই ভোট পুনর্গণনার একমাত্র উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ক্ষমতাসীন সরকার সমর্থিত প্রার্থীর স্বার্থে ভোট পুনর্গণনা করা হয়েছিল।

আবেদনকারীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের নির্দেশে নির্বাচনের ফলাফল কারচুপি করা হয়েছে, যিনি রায়ের সাথে যোগসাজশে পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার হিসেবে কাজ করেছিলেন। আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। আবেদনকারীর অভিযোগ প্রতিকারের জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষের নীরবতা তাকে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করে আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে।

আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৬ এর বিভিন্ন বিধান এবং সময়ে সময়ে গণনা এবং পুনঃগণনার বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা সার্কুলার/নির্দেশিকাগুলির উপর নির্ভর করেন।

পঞ্চায়েত সমিতির বিতর্কিত আসনের ক্ষেত্রে ঘোষিত ফলাফলের উপর কোনও প্রভাব না ফেলার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই অনিয়মের তদন্ত পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, প্রাথমিক গণনার সময় সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গণনা শেষ হওয়ার পর, আবেদনকারীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক গণনার পর ফলাফল ঘোষণা করা হলেও, প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর পক্ষে এখনও সার্টিফিকেট জারি করা হয়নি।

এরপরই ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সময়, পরবর্তী স্তর অর্থাৎ জেলা পরিষদের জন্য গণনা শুরু হয়। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা পুনঃগণনার জন্য তাঁর প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে তাকে ছয় ভোটে অবৈধভাবে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার পুনঃগণনার সিদ্ধান্ত নেন।

জেলা পরিষদের ভোট গণনা প্রক্রিয়া মাঝামাঝি হওয়ায়, বিডিওকে জেলা পরিষদের ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জেলা পরিষদের ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর, বিডিও বেসরকারি বিবাদীর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির ভোট পুনর্গণনা শুরু করেন। বিডিও এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পি.এইচ.ই (যান্ত্রিক) গণনা পর্যবেক্ষক এবং সরকার সমর্থিত প্রার্থী বেসরকারী বিবাদীর গণনা এজেন্টদের তত্ত্বাবধানে পুনঃগণনা করা হয়।

এটি দাখিল করা হয়েছে যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গণনা প্রতিনিধিরা তাদের অবহিত করা সত্ত্বেও পুনঃগণনার সময় উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানান।

পুনঃগণনার সময় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাথমিকভাবে বাতিল হওয়া ১২৭টি ব্যালট পেপার ছাড়াও, প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর না থাকার কারণে অতিরিক্ত ১৯২টি ব্যালট পেপার বাতিল করা হয়েছে।

পুনঃগণনার সময় অতিরিক্ত ব্যালট পেপার বাতিলের কারণে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তিত হয় এবং দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী প্রার্থী ১০৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

সহকারী পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার, যিনি হল ইনচার্জ ছিলেন, যেখানে ভোট গণনা চলছিল, তিনি একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভোট পুনঃগণনার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি জানতেন যে আবেদনকারীকে ছয় ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

৬ নম্বর বিবাদীর প্রতিনিধিত্বকারী একজন বিজ্ঞ আইনজীবী যিনি পরবর্তীতে বিজয়ী ঘোষণা করা প্রার্থী ছিলেন, তিনি যুক্তি দেন যে পুনঃগণনার অনুরোধ যথাযথ সময়ে করা হয়েছিল এবং যেহেতু পরিণামে দেখা গেছে যে বেসরকারী বিবাদীর অভিযোগ সঠিক, তাই পুনঃগণনার ফলাফল আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

উত্তরদাতারা যুক্তি দেখান যে পুনঃগণনার সময় গণনার নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। উত্তরদাতারা রিটটি বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেন পিটিশন।

আমি সকলের পক্ষ থেকে করা প্রতিদ্বন্দ্বী জমা শুনেছি এবং বিবেচনা করেছি দলগুলি।

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনটি ছিল একটি ত্রিস্তরীয় নির্বাচন।

গণনা নির্দেশিকায় নির্ধারিত গণনা ক্রম অনুসারে, স্তরভিত্তিক গণনা করতে হবে। পরবর্তী স্তরের গণনা শুরু করার আগে এক স্তরের গণনা সম্পন্ন করতে হবে। ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে গণনা প্রথমে, তারপরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং অবশেষে জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে।

নির্দেশিকায় বলা আছে যে, যদি কোনও ব্যালট পেপারে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর এবং চিহ্ন না থাকে, তাহলে তা বাতিল করা হবে। কোনও ব্যালট পেপার বাতিল করার আগে, গণনা কর্মকর্তা প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট এবং গণনা এজেন্টকে উপস্থিত থেকে তা পরিদর্শন করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবেন।

এতে আরও বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পরাজিত হওয়ার কারণেই কোনও প্রার্থী ভোট পুনর্গণনার দাবি করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কারণ এবং নির্দিষ্ট রাউন্ড বা নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র বা তার অংশবিশেষ পুনঃগণনার দাবি করার জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। গণনাপত্র প্রস্তুতের সময় পুনঃগণনার দাবি করা যেতে পারে এবং ফলাফলপত্র সম্পন্ন হওয়ার পরে এবং গণনা কর্মকর্তা বা রিটার্নিং অফিসার স্বাক্ষর করার পরে কোনও দাবি করা যাবে না।

পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনী এলাকার নির্দেশিকা অনুসারে, গণনা কর্মকর্তা ব্যালট বাক্সে থাকা সমস্ত বৈধ ভোট গণনা করবেন এবং ফর্ম ২০-এ গণনাপত্রে এর মোট সংখ্যা লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা ঘোষণা করবেন। গণনাপত্র সম্পন্ন হওয়ার পরে টেবিলে গণনা কর্মকর্তার ঘোষণা ছাড়াও, হলের দায়িত্বে থাকা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি রাউন্ড গণনার পরে অবস্থান ঘোষণা করতে পারবেন।

রিটার্নিং অফিসার সময়ে সময়ে বিজয়ী প্রার্থীর নাম এবং অন্যান্য বিবরণও ঘোষণা করতে পারেন।

উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে দাখিল করা আবেদনপত্র থেকে মনে হচ্ছে যে পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গণনার পর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ফলাফল ঘোষণার পর এবং পঞ্চায়েত সমিতির গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, পরবর্তী স্তরের, অর্থাৎ জেলা পরিষদের ভোট গণনা শুরু হয়েছিল। এরপরই পরাজিত প্রার্থী, এখানে ব্যক্তিগত বিবাদী, পুনর্গণনার দাবি জানান। পরবর্তী স্তরের গণনা শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে বোঝা যায় যে পঞ্চায়েত সমিতির গণনা প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনা সঠিক সময়ে নয়, পরবর্তী পর্যায়ে করা হলেও, পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার, সহকারী পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে, হল ইনচার্জ হিসেবে, পুনঃগণনার সিদ্ধান্ত নেন।

এটা খুবই অদ্ভুত যে পুনঃগণনা প্রক্রিয়ায় ১৯২টি অতিরিক্ত ব্যালট পেপার বাতিল হয়ে যায়, যদিও প্রাথমিক গণনার সময় ১২৭টি ব্যালট পেপার ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে যায়। গণনার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বিজয়ী ঘোষিত প্রার্থীর গণনা এজেন্টের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত ব্যালট পেপার বাতিল হয়ে যায়। ছয় ভোটে জয়ী আবেদনকারীকে পরে ১০৫ ভোটে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। এর অর্থ হল প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীর পক্ষে পড়া বেশ কিছু ভোট পরে বাতিল হয়ে যায়।

প্রাথমিক গণনার সময় ১৯২টি ব্যালট পেপারকে কীভাবে বৈধ ভোট হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল তা আদালত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্যালট পেপারগুলিতে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বতন্ত্র সীল এবং স্বাক্ষর ছিল না। যদি প্রথম পর্যায়ে গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত, তাহলে পুনঃগণনার ফলাফলে কোনও পার্থক্য হত না। মনে হচ্ছে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পরেই পুনঃগণনার জন্য আবেদন করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধিমালা, ২০০৬ এর ৯১ (১) বিধি অনুসারে, গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসার প্রতিটি প্রার্থীর পক্ষে মোট কত ভোট পড়েছে তা গণনা পত্রে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা ঘোষণা করবেন। ৯১ (২) বিধি অনুসারে, এই ঘোষণার পর, যখন কোনও প্রার্থী বা তার এজেন্ট সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভোট পুনর্গণনার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করতে পারেন, তখন প্রিসাইডিং অফিসার কিছুটা বিরতি দেবেন, যেখানে তিনি কেন এই পুনর্গণনার দাবি করছেন তা উল্লেখ করে উল্লেখ করবেন। ৯১ (৩) বিধি অনুসারে, যদি পূর্বোক্ত বিরতির সময় পুনর্গণনার কোনও দাবি না থাকে, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার সম্পূর্ণ গণনা পত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং তারপরে পুনর্গণনার কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পরে এবং আবেদনকারীকে বিজয়ী ঘোষণা করার পরে পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে না যে পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনাটি সঠিক সময়ে, বিরতির সময় করা হয়েছিল, এবং তাই, পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসারের পক্ষে বিলম্বিত পর্যায়ে দাখিল করা এই ধরনের প্রার্থনা গ্রহণ করা অনুচিত ছিল।

গণনার নির্দেশিকা অনুসারে, কোনও ব্যালট পেপার বাতিল করার আগে, গণনা কর্মকর্তা প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট এবং গণনা এজেন্টকে তা পরিদর্শন করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবেন। বর্তমান ক্ষেত্রে, পুনরায় গণনার সময় প্রার্থী বা তার এজেন্ট কেউই উপস্থিত ছিলেন না। প্রার্থী এবং তার এজেন্ট বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে জানতে পেরে গণনা কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারেন। বিজয়ী প্রার্থীকে ব্যালট পেপার পরিদর্শন করার কোনও সুযোগ না দিয়ে, ১৯২টি ভোট বাতিল করা উচিত ছিল না। বিজয়ী প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে ভোট পুনঃগণনা করা, নির্দেশিকাতে অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন। প্রার্থীর অভিযোগ অনুসারে ফলাফলের কারসাজি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গণনা/পুনঃগণনা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা কোনওভাবেই আপস করা উচিত নয়।

যদি বিবাদী কর্তৃপক্ষের যুক্তি মেনে নিতে হয়, তাহলে গণনা শেষ হওয়ার পর ফলাফল ঘোষণার চূড়ান্ততা থাকতে পারে না। একজন পরাজিত প্রার্থী যেকোনো সময় এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। রিটার্নিং অফিসারের উচিত ছিল নির্ধারিত নিয়ম মেনে কঠোরভাবে কাজ করা। উক্ত কর্মকর্তা ফলাফল ঘোষণার আগে 'বিরতি' দেওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হন। যদি বিরতির সময় পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনা করা না হয়, তাহলে আইন এই ধরনের প্রার্থনা গ্রহণে বাধা দেয় এবং ঘোষিত ফলাফলকে চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনী সনদ প্রদানে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে, নির্বাচিত প্রার্থীর পক্ষপাতিত্বের জন্য পুনরায় খোলা যেতে পারে এবং বিশেষ করে তার অনুপস্থিতিতে।

পুনঃগণনার কারণে বাতিল ভোটের সংখ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রাথমিক গণনার ফলাফল সঠিক ছিল নাকি পুনঃগণনার ফলাফল তা আদালত নিশ্চিত করার অবস্থানে নেই। ভোটারদের ম্যান্ডেট তাদের প্রদত্ত ভোটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কর্তব্য হল ভোট সঠিকভাবে গণনা করা। বৈধ ভোট বাতিল করা উচিত নয় এবং অবৈধ ভোট গণনা করা উচিত নয়। ভোটগ্রহণকারী ভোট বারবার গণনা করা যাবে না। একটি শেষ থাকতে হবে; একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

যেভাবে পুনঃগণনা করা হয়েছে তাতে আদালত নিশ্চিত নয়। পুনঃগণনার প্রক্রিয়ার কোনও পবিত্রতা নেই। একই ঘটনা নির্ধারিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হয় না। গণনার ক্রম বা পুনঃগণনার জন্য প্রার্থনা কোনওটাই আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আবেদনকারী জোরালোভাবে যুক্তি দেন যে বিডিও, তার নিজের উদ্যোগে, পুনঃগণনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বিডিওর আচরণ ন্যায্য বলে মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে যে উক্ত কর্মকর্তা নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পরিবর্তে, শাসকদলের সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে ব্যাটিং করার জন্য হাত তুলেছিলেন।

আদালত এই সত্য সম্পর্কে সচেতন যে নির্বাচনের ফলাফল ১১ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ঘোষিত হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং এই রায়ের ফলে পঞ্চায়েতের কাঠামোতে পরিবর্তন আসবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, আদালত বর্তমান মামলায় হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য কারণ হস্তক্ষেপ না করা কেবল সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অর্থাৎ আবেদনকারীর প্রতিই নয়, বরং উক্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়া ভোটারদের প্রতিও চরম অবিচার করবে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন বনাম অশোক কুমার ও অন্যান্যরা মামলায় (২০০০) ৮ SCC ২১৬-তে প্রকাশিত রায়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে নির্বাচনের বৈধতা এমনভাবে বাতিল করতে হবে যাতে নির্বাচন এড়ানো এবং সফল প্রার্থীকে নির্বাচনে তার বিজয় থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি ভিত্তি তৈরি হয়। একজন প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলাফল আইনগত বিধানের যে কোনও অ-সম্মতির জন্য বাতিল করা হবে, যদি এই অ-সম্মতি এবং নির্বাচনের ফলাফলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়, যেখানে একজন প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে উদ্বেগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ সু-নিষ্পত্তিযোগ্য পরামিতিগুলির উপর বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত, যা আইনগত সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তের বিচারিক পর্যালোচনাকে সক্ষম করে, যেমন অসদাচরণ বা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা আইনগত সংস্থা আইন লঙ্ঘন করেছে বলে দেখানো হয়েছে।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ধারণাটিই মনে হয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি একই অবস্থা চলতে দেওয়া হয় তবে গণতন্ত্র ঝুঁকির মুখে পড়বে। ভোটারদের এই ব্যবস্থার উপর আস্থা ম্লান হতে শুরু করবে, যা দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভেঙে ফেলবে। প্রথম থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত একটি অবাধ, সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। নির্বাচন সম্পর্কিত আইন সমুন্নত রাখার একমাত্র উদ্দেশ্যে, পুনঃগণনার ফলাফল কার্যকর করা উচিত নয়। প্রাথমিক গণনার ফলাফলকে ফলাফলের চূড়ান্ত ঘোষণা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, পুনঃগণনাকে বৈধ বলে গণ্য করা যাবে না এবং পুনঃগণনার ফলাফল কার্যকর করা যাবে না। কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে প্রাথমিক গণনার ফলাফলকে বৈধ বলে গণ্য করতে হবে এবং অবিলম্বে আবেদনকারীকে প্রত্যাবর্তিত প্রার্থী হিসেবে গণ্য করে তার পক্ষে নির্বাচনী শংসাপত্র জারি করতে হবে।

রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

কোনও খরচ নেই।

এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত পক্ষগুলিকে বা তাদের আইনজীবীদের রেকর্ডে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি,অমৃতা সিনহা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal